ত্রৈমাসিক
আমিক বার্তা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টর এর মুখপত্র

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত হেনা আহমেদ হাসপাতাল ও ডায়াগনেস্টিক সেন্টার উদ্বোধন

ফিতা কেটে উদ্বোধন করছেন দাতা হেনা আহমেদ ও তার দুই নাতনী

হেনা আহমেদ হাসপাতাল ও ডায়াগনেস্টিক সেন্টার

উদ্বোধন হলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত হেনা আহমেদ হাসপাতাল ও ডায়াগনেস্টিক সেন্টার। ৩০ ডিসেম্বর হেনা আহমেদ ও তার দুই নাতনি অমৃতা নাজনীন আহমেদ, আদৃতা আত্রেয়ই আহমেদ মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার হাঁসাড়া ইউনিয়নের আলমপুর গ্রামে হাসপাতালটির উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। দাতা হেনা আহমেদের সভাপতিত্বে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক এবং হেলথ সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন হাসপাতালের দাতা সফিক আহমেদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহনেওয়াজ খান, জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক ও দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশের যুগ্ম সম্পাদক কাজী আলী রেজা, উপ-পরিচালক আবদুর রাজ্জাক, কথাসাহিত্যিক আলাউদ্দিন আল আজাদের সহধর্মিণী জামিলা আজাদ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বেগম মমতাজ হোসেন, হাঁসাড়া ইউপি চেয়ারম্যান হাজী মোঃ সোলেমান খান, সাবেক চেয়ারম্যান আহসান হাবিব, হোসেন আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. নুরুল ইসলাম এবং হেনা আহমেদের পরিবার ও স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিরা। হেনা আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, পরিবারের সদস্য ও মানুষের ভালোবাসায় কাজের অনুপ্রেরণা পেয়েছি এবং জনকল্যাণে কাজ করার সাহস জুগিয়েছিলেন আমার বাবা। আর আমার স্বামী সফিক রহমানের সার্বিক সহযোগিতা ও সব কাজে উৎসাহই আজকের এ হাসপাতাল। হাসপাতালটি এ এলাকার মানুষের কল্যাণে সর্বদা চিকিৎসা সেবায় কাজ করে যাবে বলে আমি আশাবাদী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কাজী রফিকুল আলম বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দেশের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রকল্প ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ঢাকার উত্তরা ও মিরপুরে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল, ঢাকা, গাজীপুর ও যশোরে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং ঢাকার উত্তরা ও কুমিল্লায় আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের মাধ্যমে এ সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমে এবার যুক্ত হলো মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত হেনা আহমেদ হাসপাতাল। সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বল্পমূল্যে আন্তরিক ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করাই এ হাসপাতালের মূল্য লক্ষ্য থাকবে। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা হাসপাতালটি ঘুরে দেখেন।

আমিকের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা এবং মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের পলিসি রিভিউ কর্মশালা

আমিকের কর্মকর্তাবৃন্দ

৩-৫ অক্টোবর বেইজ ট্রেনিং সেন্টার, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জে আমিকের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা এবং মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুর্নবাসন কেন্দ্রের পলিসি রিভিউয়ের ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় আমিকের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রোগ্রামের সমাপণী দিনে সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ যথাযথ অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে যেসব লক্ষ্যমাত্রা এখনও অর্জিত হয়নি, সে সব বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার আহ্বান জানান। সভায় আমিক প্রধান ইকবাল মাসুদ আমিক এর যাত্রাকালীন স্মৃতিচারণ করে বলেন, বর্তমানে আমিক এর ৪শ'র বেশি কর্মী ৩টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুর্নবাসন কেন্দ্র। সবার ঐকান্তিক চেষ্টা, মেধা ও পরিশ্রমের ফলে আমিক উত্তরোত্তর এগিয়ে যাচ্ছে। আগামীতে আমিকের কার্যক্রম আরও বেগবান করতে কর্মীদের দক্ষতা, একাগ্রতা, মননশীলতা ও শ্রম প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ সরকারের ২০০৮ সালের একটি জরিপ এ প্রকাশ করা হয় বাংলাদেশে মোট হাসপাতালের সংখ্যা ২৮৬০টি। আর প্রতি ২৮৬০ জন এর জন্য একজন ডাক্তার; স্বাস্থ্য সেবার এই চিত্রটি দেখলে বোঝা যায় সকল জায়গায় সমানভাবে এবং সুলভে চিকিৎসা সেবা এখনও পৌছায়নি। যার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় মানুষ সমানভাবে সঠিক সময়ে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আর যেখানে আছে সেখানেও হয়তো সেবা প্রদানের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। সরকারের সাথে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাও কাজ করছে এই সমস্যা দুরীকরনে এখানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর নাম উল্লেখযোগ্য। সৃষ্টির সেবা ও স্রস্টার ইবাদত এই আর্দশ কে সামনে রেখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সব সময়ই দেশের প্রায় সকল বিভাগ ও জেলা উপজেলাতে মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সম্প্রতি এই প্রচেষ্টা আরো সম্প্রসারিত করা হয়েছে মুন্সিগঞ্জ জেলায় হেনা আহমেদ হাসপাতাল ও ডায়াগনেস্টিক সেন্টার উদ্বোধন এর মাধ্যমে।

তামাক নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম এ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও দক্ষিন সিটি কর্পোরেশনের উদ্যেগে নিয়মিত ভাবেই চলছে তামাক নিয়ন্ত্রন আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালত। যেখানে তামাকজাত পন্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন অপসারনসহ, বিজ্ঞাপন প্রর্দশনের জন্য এবং রেস্টুরেন্টে সাইনেজ না থাকার জন্য জরিমানা করা হচ্ছে। এছাড়াও রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধুমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রনে সচেতনতামুলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমগুলোর ধারবাহিকতায় এবার সাভার পৌরসভায় আয়োজন করা হয় সাভার উপজেলার সকল রেস্তোরাসমুহ ধূমপানমুক্ত এবং তামাক নিয়ন্ত্রন আইন বাস্তবায়নে করনীয় শীর্ষক কর্মশালা। এই কর্মশালাটির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সাভার পৌরসভা ও উপজেলা ধূমপানমুক্ত ঘোষনা করা হয়।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনবার্সন কেন্দ্র কার্যক্রম এর সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন: মাদকাসক্ত কারাবন্দীদের পুনবার্সন এ নিয়মিত বিভিন্ন জীবন দক্ষতামুলক প্রশিক্ষন কার্যক্রম, মাদকাসক্ত চিকিৎসারত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভা নিয়মিত আয়োজন করা হয়।

ত্রৈমাসিক আমিকবার্তা

৭ম বর্ষ ■ ২৩তম সংখ্যা ■ অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৬

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
মোঃ মোখলেছুর রহমান ও উম্মে জান্নাত

পরিমার্জন ও গ্রন্থনা
জহিরুল আলম বাদল

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
নাজনীন জাহান খান

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনভঙ্গের দায়ে চেইনশপ মীনাবাজারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মীনা বাজারে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল -৫ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এসএম অজিয়র রহমানের নেতৃত্বে এবং ১ এপিবিএন উত্তরা পুলিশের সহায়তায় ২১ নভেম্বর, মোহাম্মদপুর এলাকায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। আইন অনুসারে সবধরনের পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ ও ধূমপানমুক্ত সাইনেজ ব্যবহার করা এবং তামাকজাত দ্রব্যের সব ধরনের প্রচার প্রচারণা নিষিদ্ধ। এ প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম অজিয়র রহমান মোহাম্মদপুর এলাকায় মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটির ২ নং রোডে অবস্থিত মিনা বাজার চেইনশপকে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর বেনসন অ্যান্ড হেজেজ এর বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে। এ সময় তিনি মিনা বাজার কর্তৃপক্ষকে সাবধান করে বলেন, এর আগে তাদের একটি আউটলেটে একই অপরাধের জন্য জরিমানা করা হয়েছে। তাই এর পরেও যদি তারা একই অপরাধ করে তাহলে তাদের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হবে এবং এর দ্বিগুণ জরিমানা করা হবে। এছাড়া এ সময় মোহাম্মদপুর এলাকার মোহাম্মদীয়া হাউজিং থেকে কাটাশুর পর্যন্ত ১০টি পয়েন্ট অব সেল এ তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন অপসারণ করা হয়। এ সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট টং দোকানিদের বলেন, পরবর্তীতে এ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার করে তামাক কোম্পানিকে সহায়তা করলে এবারের মতো আর কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। আইন অনুসারে সবাইকে অর্থদণ্ডসহ কারাদণ্ডের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিএনসিসি'র সাথে কাজ করছে এবং এর মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহায়তা করছে।

আহ্ছানিয়া মিশন কলেজে শিক্ষার্থীদের সাথে তামাক ও মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত

আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তামাক ও মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৩ অক্টোবর মিরপুরস্থ আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের সভা কক্ষে তামাক ও মাদক বিষয়ক সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের অধ্যক্ষ শেখ সৈয়দ আলী। সচেতনতামূলক এ সভায় প্রতিষ্ঠানের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ২০০ জন শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক এবং হেলথ সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত তামাকের ক্ষতিকর দিক নিয়ে এবং আহ্ছানিয়া মিশনের নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সেলর জান্নাতুল ফেরদৌস

বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

২য় পৃষ্ঠার পর (আহ্ছানিয়া মিশন কলেজে শিক্ষার্থীদের সাথে ...)

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের অধ্যক্ষ শেখ সৈয়দ আলী

মাদকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে সচিত্র তথ্য উপস্থাপন করেন। পরে উপস্থাপনা দুটির ওপর শিক্ষার্থীরা মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। এ সময় তামাক ও মাদক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয় এবং একই সাথে উক্ত বিষয়ে সমস্যা নিরসনে সচেতনতা সৃষ্টিতে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভায় সভাপতির বক্তব্যে কলেজের অধ্যক্ষ শেখ সৈয়দ আলী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য বলেন, ধূমপান ও মাদক বিষয়ে তোমাদের নিজেদের সচেতন হতে হবে এবং সেই সাথে পরিবারের সবাইকে সচেতন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, আজ থেকেই তোমাদের সবার শপথ নিতে হবে 'মাদককে না বলা'র।

সভা শেষে সভাপতির হাতে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ তুলে দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক এবং হেলথ সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। সভাটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কর্মকর্তা ফিরোজা বেগম ঝুমুর। লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস এবং ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস এর সহযোগিতায় আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ যৌথভাবে সভাটির আয়োজন করে।

বনানী বিদ্যা নিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ছাত্রদের সাথে তামাক ও মাদকবিরোধী সভা

অনুষ্ঠানের সভাপতির হাতে ধূমপান মুক্ত সাইনেজ তুলে দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ মোখলেছুর রহমান

আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ৩১ অক্টোবর বনানী বিদ্যা নিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজে তামাক ও মাদক বিষয়ক সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানটির গভর্নিং কমিটির নির্বাহী সদস্য অ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুল মজিদ।এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস এর গ্রান্টস ম্যানেজার ডা: মাহফুজুর রহমান ভূইয়া।

সভায় প্রতিষ্ঠানের একাদশ শ্রেণীর ১২০ জন ছাত্রসহ বিভিন্ন বিভাগের ১০ জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য তুলে ধরে বক্তব্য দেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ মোখলেছুর রহমান। অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত তামাকের ক্ষতিকর দিক নিয়ে এবং আহ্ছানিয়া মিশনের নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুর্নর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সেলর জান্নাতুল ফেরদৌস মাদকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে সচিত্র তথ্য উপস্থাপন করেন। পরে দুটি উপস্থাপনার ওপর কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে। এরপর মুক্ত আলোচনা শুরু হয়। এ সময় তামাক ও মাদক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়াসহ এ সমস্যা নিরসনে সচেতনতা সৃষ্টিতে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কুইজে বিজয়ীদের মাঝে পুররস্কার তুলে দেন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস এর গ্রান্টস ম্যানেজার ডা. মাহফুজুর রহমান ভূইয়া। সভায় সভাপতির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট আব্দুল মজিদ বলেন, আজকের এই সভার মাধ্যমে তোমরা ধূমপান ও মাদক বিষয়ে নিজেদের মাঝে সচেতনতাসহ তোমাদের সহপাঠীদেরও সচেতন করবে। এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি এ প্রোগ্রাম আয়োজনের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে ধন্যবাদ জানান।

প্রোগ্রাম শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতির হাতে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ তুলে দেন মোঃ মোখলেছুর রহমান। সভাটি সঞ্চালনা করেন আহ্ছানিয়া মিশনের নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক পারভীন ইয়াসমিন। আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও বনানী বিদ্যা নিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজেযৌথ ভাবে এ সভার আয়োজন করে এবং সহযোগিতায় ছিল লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস এবং ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্।

সাভার পৌরভবন ও উপজেলার সব রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান অতিথি ডা. মোঃ এনামুর রহমান এম. পি

ধূমপান না করেও স্বাস্থ্য ক্ষতির ঝুঁকি থেকে মুক্তি পাচ্ছে না অধূমপায়ী জনসাধারণ। শুধুমাত্র দেশের ২ কোটি ৫৮ লাখ মানুষ রেস্তোরাঁয় পরোক্ষভাবে ধূমপানের ক্ষতির শিকার হন। জনস্বাস্থ্যের এই ক্ষতির কথা অনুধাবন করে সরকার ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ এর সংশোধনীতে দেশের রেস্তোরাঁসমূহকে পাবলিক প্লেসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। ৩০ নভেম্বর সাভার পৌরসভার পৌর মিলনায়তনে 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ বাস্তবায়ন ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ডা: মোঃ এনামুর রহমান, মাননীয় সংসদ সদস্য, ঢাকা -১৯।

সাভার পৌরসভার মেয়র হাজী মোঃ আব্দুল গনির সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্বাস আলী, সংরক্ষিত মহিলা আসনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাহীনুর বেগম এবং ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস এর গ্রান্টস ম্যানেজার ডা: মাহফুজুর রহমান ভূইয়া। সভায় উপজেলার সব রেস্তোরাঁর মালিকগণ অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও সাভার পৌরসভা যৌথভাবে সভাটির আয়োজন করে। সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। সভায় নিরাপদ খাদ্যের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাভার পৌরসভার মেডিকেল অফিসার ডা: কাজী আয়েশা সিদ্দীকা এবং ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক ও হেড অব হেলথ সেক্টর ইকবাল মাসুদ। সভায় সভাপতির বক্তব্যে সাভার পৌরসভার মেয়র হাজী মোঃ আব্দুল গনি সাভার পৌরভবন ও পৌরসভার সব রেস্তোরাঁকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেন।

বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন...

৩য় পৃষ্ঠার পর (সাভার পৌরভবন ও উপজেলার সব রেস্তোরাঁ...)

সভার প্রধান অতিথি ডা: মোঃ এনামুর রহমান এমপি প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, সাভার উপজেলার সব রেস্তোরাঁয় ধূমপানমুক্ত সাইনেজ লাগাতে হবে। তিনি ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যক্রমের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে ধন্যবাদ জানান এবং সাভার উপজেলাকে ধূমপানমুক্ত ঘোষনা করেন। সভা শেষে উপস্থিত অতিথি ও রেস্তোরাঁ মালিকদের হাতে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ তুলে দেয়া হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গের অপরাধে বাবা জর্দা কোম্পানিকে ১ লাখ টাকা জরিমানা

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) পরিচালিত ভ্রম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য (ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগে ডিএসসিসি'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু সাঈদের নেতৃত্বে এবং রাজারবাগ পুলিশ বাহিনী ও ডিএসসিসি'র নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় ২৯ নভেম্বর পুরান ঢাকার কাপ্তানবাজার এলাকায় অবস্থিত বাবা আল তাজের জর্দা উৎপাদনকারী কোম্পানিতে তামাকজাত দ্রব্য (ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন মোড়কে ও প্রচার প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ বাণী বাধ্যতামূলক। আইন অনুসারে ১৯ মার্চ ২০১৬ এর পর থেকে সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ৫০% জুড়ে স্বাস্থ্য সর্তকীকরণ সচিত্রবাণী প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো আইন অবমাননা করে তাদের উৎপাদিত তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাত করে যাচ্ছে যা দণ্ডনীয় অপরাধ। যদিও কিছু কোম্পানি স্বাস্থ্য সর্তকীকরণ সচিত্রবাণী দিলেও তা আইন অনুসারে নয়। এরই ধারবাহিকতায় ডিএসসিসি'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু সাঈদ পুরান ঢাকার কাপ্তানবাজার এলাকার

বিগবাজার সুপারশপে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা

বাবা আল তাজের জর্দা ফেক্টরীতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এক লাখ টাকা জরিমানা করেন। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে বাবা আল তাজের জর্দার কৌটায় ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ বাণী এবং তাদের ১২ কৌটার মূল মোড়কে কোন প্রকার ছবি না থাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত এ জরিমানা নির্ধারণ করেন। এ সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু সাঈদ তাদের সতর্ক করেন যে, আবশ্যই আইন অনুসারে আগামীতে যেন মোড়ক ও কৌটার গায়ে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ বাণী প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। নতুবা আবার মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে কোম্পানিকে দ্বিগুণ জরিমানাসহ কারাদণ্ড প্রদান করা হবে। অপর দিকে ওয়ারীর র‍্যাংকিন স্ট্রিট এলাকায় অবস্থিত বিগবাজার সুপারশপকে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর বেনসন অ্যান্ড হেজেজের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা এবং প্রদর্শিত সিগারেট প্যাকেটের বিজ্ঞাপন জব্দ করা হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু সাঈদ বিগবাজার কর্তৃপক্ষকে সাবধান করেন যে, এর আগে তাদের আউটলেটে একই অপরাধের জন্য জরিমানা করা হয়েছে। এর পরেও যদি তারা একই অপরাধ করে তাহলে তাদের ট্রেড লাইসেন্স বাতিলসহ কারাদণ্ড প্রদান করা হবে।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিএসসিসি'র মাধ্যমে মহানগরীর দক্ষিন সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) এর আওতাধীন এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহায়তা করছে।

শফিকুর রহমানের ২১ বছর মাদক মুক্তির পথ চলাকে অনুপ্রাণিত করতে সম্মাননা প্রদান

অনুষ্ঠানে গাজীপুর কেন্দ্র এর পক্ষ থেকে শফিকুর রহমান খোকন এর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়

মাদকাসক্তি চিকিৎসা শেষে রিকভারি রোল মডেল হিসেবে আমাদের সমাজে অনেকে রয়েছেন। তাদের মাঝে এমন একজন রিকভারি শফিকুর রহমান খোকন। যিনি ২১ বছর ধরে মাদক থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন। ২৬ অক্টোবর তাকে সম্মাননা প্রদান করলো আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের গাজীপুর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র।

এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক এবং হেলথ সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে মোঃ শামীম খান-আশ্রয় মাদকাসক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র, মনির হোসেন-পিস ফুল লাইফ, ইমামুল ইসলাম রনি-সোবার লাইফ, মাহমুদুল আনসার লিপন-হোপ অফ লাইফ, শাহীদ কাদের সমির-আস্তা মাদকাসক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র, শাহাবুদ্দীন চৌধুরী-উৎস মাদকাসক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র। এছাড়া অনুষ্ঠানে গাজীপুর কেন্দ্রের চিকিৎসারত রোগীরা, কেন্দ্র ব্যবস্থাপক, মোঃ আজিজুল হাকিম, কাউন্সেলর মাহমুদুল হাসান কবির, যশোর কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক আমিরুল ইসলাম লিটন, আহ্ছানিয়া মিশনের নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক পারভিন ইয়াসমিন এবং প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত উপস্থিত ছিলেন। গাজীপুর কেন্দ্রের পক্ষ থেকে শফিকুর রহমান খোকনের হাতে ক্রেস্ট এবং ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে তাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। শফিকুর রহমান খোকন নিজের সুস্থ জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, এভাবেই সে তার রিকভারী পথে পথ চলা অব্যাহত রাখবেন।

উল্লেখ্য, বর্তমানে তিনি হলি কেয়ার নামে একটি মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনা করছেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রে চিকিৎসারত রোগীদের পরিবেশনায় গান ও রম্য রচনা পরিবেশিত হয়।

কারাবন্দি মাদকাসক্তদের দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার আইআরএসওপি প্রকল্পের আওতায় কারাবন্দি মাদকাসক্তদের বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কাজ করছে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ৭ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারা অভ্যন্তরে বন্দিদের জন্য শুরু হওয়া হর্টিকালচার অ্যান্ড নার্সারী ডেভেলপমেন্ট কোর্স শেষে ১৪ নভেম্বর সনদ বিতরণ করা হয়। এছাড়া ২৮ নভেম্বর চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে শেষ হওয়া বিউটিশিয়ান কোর্সের সনদ বিতরণ করা হয়। ২৯ নভেম্বর যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে ব্লক-বাটিক ও ইলেকট্রিক অ্যান্ড হাউজ ওয়ারিং কোর্সের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ শেষে

বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

৪র্থ পৃষ্ঠার পর (কারাবন্দি মাদকাসক্তদের দক্ষতাবৃদ্ধি ...)

কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে হর্টিকালচার এন্ড নার্সারী ডেভেলপমেন্ট কোর্স শেষে সনদ প্রদান করা হচ্ছে

সনদপ্রাপ্ত মোট বন্দির সংখ্যা ৭৯ জন। প্রতিটি ট্রেডের ওপর সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম রয়েছে। যাতে তাত্ত্বিক জ্ঞান, হাতে-কলমে শিক্ষা, আয়ের পথ অনুসন্ধান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন অভীক্ষা ও প্রশিক্ষণে উপস্থিতির ভিত্তিতে সনদ প্রদান করা হয়। সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেল সুপার, জেলার, ডেপুটি জেলারসহ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক এবং ব্লাস্টের প্যারালিগ্যালগণ উপস্থিত ছিলেন। কারাবন্দিগণ কারাভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ আয়োজনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং সনদ পেয়ে আনন্দিত হন। কারামুক্তির পর এই প্রশিক্ষণ ও সনদ কাজে লাগিয়ে জীবিকা নির্বাহ করার আগ্রহ দেখান তারা।

মাদক নির্ভরশীল বন্দিদের সহায়তায় 'পিয়ার ভলিন্টিয়ার' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জিআইজেড এর যৌথ উদ্যোগে আইআরএসওপি প্রকল্পের মাধ্যমে কারাগারের অধিক জনসংখ্যা হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অনেক বন্দি মুক্তি পাওয়ার পরও পুনরায় কারাগারে প্রবেশ করছে। যে কারাবন্দিরা একাধিকবার কারাগারে প্রবেশ করেছে তাদের মধ্যে বেশ বড় একটি অংশ মাদকের সাথে সম্পর্কিত। কারাগারে মাদকাসক্ত বন্দিদের মাদক প্রত্যাহার জনিত উপসর্গ সঠিকভাবে মোকাবেলা, চিকিৎসা সেবায় সহায়তা, মাদক, এইচআইভি ও জীবন দক্ষতা বিষয়ে সহায়তার লক্ষ্যে ৮-৯ নভেম্বর ২০ জন পুরুষ বন্দি এবং ২১-২২ নভেম্বর ১০ জন নারী বন্দিকে নিয়ে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে এবং ২৬-২৭ নভেম্বর ২০ জন পুরুষ বন্দিকে নিয়ে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে 'পিয়ার ভলিন্টিয়ার' হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণগুলো উদ্বোধন করেন জেলখানার সংশ্লিষ্ট ডেপুটি জেলারগণ। চট্টগ্রামে মহিলা ওয়ার্ডে উদ্বোধনে ডেপুটি জেলার মনির হোসেন, 'জিআইজেড ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান এরকম উদ্যোগ নেয়ার জন্য। এর মাধ্যমে কারাবন্দিরা দরকারি অনেক কিছু শিখবে, যা কারাগারে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়তা করবে।' প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রিহ্যাবিলিটেশন সুপারভাইজার-কাম কাউন্সেলর লুৎফুন নেছা শান্তনা।

চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় কারাগারে পিয়ার ভলিন্টিয়ার প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

কারাবন্দিদের জীবন দক্ষতা বিষয়ে সেশন পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

জীবনদক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কারাবন্দিদের সমস্যা বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, চিন্তা-চেতনার প্রসার, আচরণ পরিবর্তন সর্বোপরি সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জেলখানার অভ্যন্তরে বন্দিদের জীবনদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রিহ্যাবিলিটেশন সুপারভাইজার, কাউন্সেলর ও রিহ্যাবিলিটেশন সুপারভাইজার-কাম কাউন্সেলর প্রশিক্ষক হিসেবে সেশন পরিচালনা করতে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ১৩-১৭ নভেম্বর আরডিআরএস বাংলাদেশ এর রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। জিআইজেড-এর আইআরএসওপি'রওপি-৩ এর সহযোগী সংস্থা এফআইভিডিবি, এসিডি ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মকর্তাগণ এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। কারাবন্দিদের পারিবারিক, সামাজিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর আগে জীবনদক্ষতা বিষয়ক সহায়িকা প্রণয়ন করেছে, যা এ প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মূল প্রশিক্ষক ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আইআরএসওপি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী আরিফ সিদ্দিকী।

টিওটি অন লাইফ স্কীল প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জিআইজেড এর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ম্যানেজার ফারজানা শাহানাজ

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরে পারিবারিক সভা অনুষ্ঠিত

যশোর কেন্দ্রে পারিবারিক সভা পরিচালনা

১৯ নভেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরে মাদকাসক্ত নিরাময়ে চিকিৎসা নিতে আসা মাদকাসক্তদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে এক পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল মাদকাসক্তি চিকিৎসা সম্পর্কে অভিভাবকদের মনোসামাজিক চিকিৎসা প্রদান করা। এতে পরিবারের সদস্যরা তাদের মাদকাসক্ত সদস্যদের সঙ্গে ইতিবাচক আচরণ সম্পর্কে করণীয় বিষয়াদি জানতে পারেন।কারণ মাদকাসক্তি চিকিৎসায় পরিবারের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সভার শুরুতে কেন্দ্র

বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন...

৫ম পৃষ্ঠার পর (আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন...)

ব্যবস্থাপক মোঃ আমিরুজ্জামান লিটন উপস্থিত স্টাফ ও অতিথিদের শুভেচ্ছা জানান। সভায় মাদকের কুফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন কেস ম্যানেজার আকরাম হোসেন। এছাড়া মাদকনির্ভরশীলতা ও চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে পুনরায় বিস্তারিত আলোচনা করেন কেন্দ্র ব্যবস্থাপক।

কাউন্সেলর মোঃ রেজাউল ইসলাম চিকিৎসাকালীন পরিবারের করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। মুক্ত আলোচনা পর্বে ৮ জন অভিভাবক মাদক সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। এসব প্রশ্নের উত্তর দেন কেন্দ্র ব্যবস্থাপক ও কাউন্সেলর। অনুষ্ঠানে যশোর কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ আছেন এমন একজন রিকভারি নিজের সুস্থ জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বিশ্ব নিউমোনিয়া ও প্রিম্যাচুরিটি দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিশ্ব নিউমোনিয়া ও প্রিম্যাচুরিটি দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে এবং সেভ দ্য চিলড্রেনের সহযোগিতায় সিডা লোকাল টু গ্লোবাল এভরি লাস্ট চাইল্ড প্রকল্পের আওতায় ২৩ নভেম্বর বিশ্ব নিউমোনিয়া ও প্রিম্যাচুরিটি দিবস উপলক্ষ্যে উত্তরা ফায়দাবাদ এলাকার কোটবাড়ী রেলওয়ে গেট বস্তি এলাকায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় কিশোর-কিশোরী, নবদম্পতিসহ বিভিন্ন বয়সী ও শ্রেণিপেশার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, নিউমোনিয়া থেকে সুস্থ হওয়া ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যগণসহ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় নিউমোনিয়া কি? নিউমোনিয়ার লক্ষণ, নিউমোনিয়া হলে করণীয়, নিউমোনিয়ার টিকা বিষয়ে আলোচনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প ডিএনসিসি পিএ-৫ এর ক্লিনিক ম্যানেজার ডা. নায়লা পারভীন এবং নবজাতক, নবজাতকের প্রধান সমস্যাসমূহ, অপরিণত নবজাতক, কম ওজনের শিশু এবং এক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় ও বিশেষ সেবা কেএমসি প্রদানের জন্য হাসপাতালে ভর্তির বিষয়ে আলোচনা করেন ফিজিসিয়ান ডা: রুকসানা নাসিমা। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সেভ দ্য চিলড্রেন এর অ্যাডভোকেসি এন্ড ক্যাম্পেইন এর ডেপুটি ম্যানেজার তাহরিম আরিবা চৌধুরী এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ইউপিএইচসিএসডিপি ডিএনসিসি পিএ-৫ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দিনা রুবাইয়া। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সিডা লোকাল টু গ্লোবাল প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ খায়রুল ইসলাম।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা সপ্তাহ ২০১৬ উদ্‌যাপন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প, ডিএনসিসি পিএ-৫ এ ১২ থেকে ১৭ নভেম্বর উদ্‌যাপন করে পরিবার পরিকল্পনা সেবা সপ্তাহ ২০১৬।

এ উপলক্ষে নগর মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এগুলোর মধ্যে ছিলো-

নগর মাতৃসদন কেন্দ্র: নগর মাতৃসদনে ১৬ নভেম্বর নারী সেবা গ্রহীতাদের

নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৫ এ সেবা গ্রহীতাদের সাথে আলোচনা সভা

নিয়ে পরিবার পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতির ওপর আলোচনা সভা ও ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় আলোচক ছিলেন নগর মাতৃসদনের ক্লিনিক ম্যানেজার ডা. নায়লা পারভিন ও ফ্যামিলি প্ল্যানিং কো-অর্ডিনেটর ডা. রুকসানা নাসিমা আকতার।

নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-১: ১৫ নভেম্বর নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-১ এ নবদম্পতিদের সাথে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র-১ এর কর্ম-এলাকা চেয়ারম্যানের বস্তি, সেক্টর ১০ এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৩: ১৭ নভেম্বরে নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৩ ফায়দাবাদ কেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা সভা ও ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়।

সভায় আগত অংশগ্রহণকারীদের সাথে সেবা গ্রহণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মুক্ত আলোচনায় যারা জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি ব্যবহার করছে তাদের মত বিনিময়ের মাধ্যমে সভা শেষ করা হয়।

নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৪: ১৬ নভেম্বর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৪ এর উদ্যেগে মাসকট ইনোভেটিভ স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির কিশোর-কিশোরীদের সাথে সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক, মানসিক পরিবর্তন ও বাল্যবিবাহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৫: ১৬ নভেম্বরে স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৫ এ দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা সভা ও ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়।

নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৬: ১৩ নভেম্বর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৬ এ জাহিদ ইকবাল স্কুল, নিকুঞ্জ স্যাটালাইট কেন্দ্রে মহিলা ও পুরুষদের সাথে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয় ।

এছাড়া ১২ থেকে ১৭ নভেম্বর প্রতিদিন সকল সেবা গ্রহিতাদেরকেই পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্যমূলক লিফলেট প্রদান করা হয়।

আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পে দুইটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ইউপিএইচসিএসডিপি, ডিএনসিসি, পিএ-০৫ এর কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইউপিএইচসিএসডিপির সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করে আসছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৩ ও ১৪ নভেম্বর বিসিসি মার্কেটিংয়ের ওপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের প্রথম ব্যাচে ১৩ নভেম্বর প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. এস এম এম সালেহ ভূইয়া। এ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও ইউপিএইচসিএসডিপি ডিএনসিসি এর প্রোগ্রাম অফিসার ডা. মাহমুদা আলী এবং ইউপিএইচসিএসডিপি ডিএনসিসি, পিএ-৫ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা

বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

৭ম পৃষ্ঠার পর (উত্তরা আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ...)

রুবাইয়া এবং সাইদুল আলম সাইদ, এমআইএস অ্যান্ড কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স অফিসার। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন প্রকল্পের এর ফিজিসিয়ান, ফিল্ড সুপার, সার্ভিস প্রমোটর, এবং এফডব্লিউভিগণ।

এ প্রশিক্ষণের ২য় ব্যাচে ১৪ নভেম্বর প্রশিক্ষকগণ ফিল্ডের অন্য একটি গ্রুপ এবং ক্লিনিকের কাউন্সেলর,প্যারামেডিক এবং এফডব্লিউদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

একই ধারাবাহিকতায় ১৯ নভেম্বর ফাস্ট এইড অ্যান্ড ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টের ওপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এতে প্রশিক্ষক ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং ইউপিএইচসিএসডিপি ডিএনসিসি প্রোগ্রাম অফিসার ডা. মাহমুদা আলী প্রশিক্ষণে প্যারামেডিক, নার্স, এফডব্লিউভি এবং ফিল্ড সুপারভাইজারগণ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. এস এম এম সালেহ ভূইয়া

ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন

ঢাকা আহছানিয়া মিশন পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প, ডিএনসিসি পিএ-৫, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল ১ এর ১নং এবং ১৭ নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের মধ্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১০ ডিসেম্বর জাতীয় ভাবে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষ্যে ওয়ার্ড ১ এ ৬-১১ মাস বয়সী ৩,৬০৩ জন শিশুকে নীল রঙ্গের ভিটামিন এ ক্যাপসুল ও ৬-৫৯ মাস বয়সী ১৯,৫৪৭ জন শিশুকে লাল রঙ্গের ভিটামিন এ ক্যাপসুল এবং ওয়ার্ড ১৭ এ ৬-১১ মাস বয়সী ৭,৮৭৬ জন শিশুকে নীল রঙ্গের ভিটামিন এ ক্যাপসুল ও ৬-৫৯ মাস বয়সী ২৮,২৮০ জন শিশুকে লাল রঙ্গের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর পাশাপাশি কোন কোন খাবার থেকে ভিটামিন এ পাওয়া যায় তার তথ্য প্রদান করা হয়। উক্ত দিবসে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. এস এম এম সালেহ ভূইয়া এবং ঢাকা উওর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল ১ এর সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা: আজিজুন নেছা বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এছাড়া প্রকল্পের ম্যানেজার এ্যাডমিন এন্ড ফিন্যান্স মোঃ আবদুস সাত্তার, এমআইএস অ্যান্ড কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স অফিসার সাইদুল আলম, কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শনের মাধ্যমে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন এর কার্যক্রম মনিটর করেন।

একটি শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়াচ্ছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. এস এম এম সালেহ ভূইয়া

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক কার্যক্রম

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন আহ্ছানিয়া মিশন এর সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান

সবার সহযোগিতায় লক্ষণযুক্ত যক্ষ্মা রোগী চিহ্নিত করে সঠিক স্থানে চিকিৎসার জন্য রেফার করার মাধ্যমে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, জিএফএটিএম টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের প্রকল্প অফিস জামতলা, উত্তরায় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সচেতনতামূলক অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করে। ৭ ডিসেম্বর আয়োজিত এ সভার শুরুতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান মিশনের কার্যক্রম ও যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। পরে জিএফএটিএম,টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন অফিসার আমেনা খাতুন যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সচেতনতামূলক অ্যাডভোকেসি প্রোগ্রামের মূল তথ্য নিয়ে আলোচনা করেন। একই সাথে বাংলাদেশে যক্ষ্মার বর্তমান অবস্থা ও জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এবং যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা নিয়ে কথা বলেন। আলোচনা শেষে লক্ষণযুক্ত যক্ষ্মা রোগীকে ল্যাবে কফ্ পরীক্ষার জন্য রেফার করার মাধ্যমে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

বিশ্ব এইডস দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন

বিশ্ব এইডস দিবস এর র‍্যালীতে আমিকের কর্মীরা

১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এবার এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো 'আসুন ঐক্যের হাত তুলি এইচআইভি প্রতিরোধ করি।'এ প্রতিপাদ্যে জাতীয় এইডস কমিটি ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিলো শাহ্‌বাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে থেকে র‍্যালি, ওসমানি মিলনায়তনে স্টল প্রর্দশন এবং আলোচনা সভা। আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ওই র‍্যালি ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জানতে ফোন করুন:

গাজীপুর: ০১৭৭২৯১৬১০২,
যশোর: ০১৭৮১৩৫৫৭৫৫
ঢাকা: ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩, ০১৭৮২৬১৮৬৬১

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সপ্তম কনফারেন্স অব দ্যা পার্টিতে অংশগ্রহণ

এফসিএ-র প্রতিনীধি বৃন্দ

গত ৭ থেকে ১২ নভেম্বর ভারতের নয়ডাতে অনুষ্ঠিত তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সপ্তম কনফারেন্স অব দ্যা পার্টি (কপ-৭)-এ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের হেড ইকবাল মাসুদ অংশগ্রহণ করেন। কপ-৭ এর আলোচ্যসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়ন, আর্টিকেল ৯ ও ১০ এর গাইডলাইন তৈরী, আর্টিকেল ১৭, ১৮ এবং আর্টিকেল ১৯ এর বাস্তবায়ন ইত্যাদি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং তামাক বিরোধী সংগঠন উবিনিগ, প্রজ্ঞা ও তামাক বিরোধী সংবাদিক জোট আত্মার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

ব্রাজিলে আইসোপ আয়োজিত আন্তর্জাতিক ড্রাগ ডিমান্ড রিডাকশন কনফারেন্সে অংশগ্রহণ

কলোম্ব প্লানের আইসিপিই পরিচালক মি: টে ইকবাল মাসুদ এর হাতে সনদ তুলে দেন

গত ৭ থেকে ১২ ডিসেম্বর ব্রাজিলের ক্যাম্পিনাজ শহরে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ সাবসটেন্স ইউজ প্রিভেন্সন এন্ড ট্রিটমেন্ট প্রোফেশনালস ও ব্রাজিলের ফ্রি মাইন্ড আয়োজিত আন্তর্জাতিক ড্রাগ ডিমান্ড কনফারেন্সে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের হেড ইকবাল মাসুদ অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বের ৬০ টি দেশের তিন হাজার প্রতিনিধি এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। মাদক বিরোধী ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই কনফারেন্সে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া কনফারেন্স চলাকালিন সময়ে মালেশিয়ার নারকোটিক্স কন্টোলের মহাপরিচালক দাতো ডা: হালিম, ইউ এস স্টেট ডিপার্টমেন্ট এর পরিচালক ব্রায়ান মোরালিস, এশিয়ান থ্রাপিউটিক কমিউনিটির সভাপতি দাতো ইউনুস পাঠি, ফিলিপাইন সি-গাল ভিলেজের প্রেসিডেন্ট ইডি কাস্টিলো সহ অন্যান্যেদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করেন।

পবিত্র ঈদ-এ মিলাদুন্নবী এবং "জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান এর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে আমিক সেন্টার গাজীপুরে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

আমিক- ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর গাজীপুর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পূনর্বাসন কেন্দ্র এ ১২ ই ডিসেম্বর পবিত্র ঈদ-এ মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে এবং জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান এর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মিলাদ মাহফিল এর আয়োজন করা হয়। মিলাদ মাহফিল এ কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মোঃ আজিজুল হাকিম এবং কেন্দ্রে অবস্থানরত সকল ক্লাইন্ট ও স্টাফরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দোয়া ও মিলাদ মাহফিল পরিচালনা করেন পেশ ইমাম মাওলানা মোঃ রফিকুল ইসলাম।

অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স পরিচালিত মাদক নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন

এইমস এর পরিচালক ডা: সুধীর কে. খান্ডেওয়াল ডাম হেলথ সেক্টর এর প্রধান ইকবাল মাসুদ কে মাদকাসক্তি চিকিৎসা সংক্রান্ত বই উপহার দেন

গত ১০ নভেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের হেড ইকবাল মাসুদ অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স (এইমস) পরিচালিত মাদক নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন। দিল্লীর উপকণ্ঠে ৩০ বিঘা জমির উপর ৫০ শয্যার হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত। হাসপাতালের মনোচিকিৎসক ডা: অতুল আম্বেতকর হাসপাতাল কার্যক্রম দেখান ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ননা করেন। এসময় হাসপাতালের প্রধান অধ্যাপক ডা: সুধীর কে. খান্ডেওয়ালকে আমিকের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। অধ্যাপক ডা: সুধীর মিশন পরিচালিত চিকিৎসা কেন্দ্র গুলোর জন্য এইমস প্রকাশিত মাদকাসক্তি চিকিৎসা সংক্রান্ত বই উপহার দেন।

বিজ্ঞপ্তি

মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত পেশাজীবিদের (চিকিৎসক, কাউন্সেলর, ম্যানেজার ও চিকিৎসার সাথে যারা সংশ্লিষ্ট স্টাফ) দক্ষতা বৃদ্ধি জন্য **ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন** দ্যা কলম্বো প্লানের International Center for Credentialing and Education of Addiction Professionals (ICCE) কর্তৃক বাংলাদেশে একমাত্র **Approved Education Provider** হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে।

Universal Treatment Curriculum for Substance Use Disorders (UTC) **৮টি কারিকুলামের** উপর প্রশিক্ষন প্রদান করছে।

যোগাযোগ

প্রশিক্ষনে অংগ্রহণ ইচ্ছুকদের রেজিস্ট্রেশন ফরম সংগ্রহ ও অন্যান্য তথ্যের জন্য নিম্ন ঠিকানায় জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। উল্লেখ্য যে প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষন ফি প্রযোজ্য: প্রকল্প কর্মকর্তা, ১০/২ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, মোবাইল নং: ০১৭৮২৬১৮৬৬১ ইমেইল: amic.dam@gmail.com, ওয়েব সাইট: www.amic.org.bd

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC)
Since 1990

আমিক, বাড়ি- ১০/২, ইকবাল রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং আহ্ছানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, প্লট-৩০, ব্লক-এ, রোড ১৪
আশুলিয়া মডেল টাউন, খাগান বিরুলিয়া সাভার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৮২৬১৮৬৬১, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, Web: www.amic.org.bd